রেজিস্ট্রার ও প্রক্টরের অব্যাহতি চায় ছাত্রদল

চবি সংবাদদাতা
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনী কার্যক্রম থেকে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও প্রক্টর তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে শাখা ছাত্রদল। গতকাল সোমবার ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দীন মহসিন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান স্বাক্ষরিত উপাচার্য বরাবর দেওয়া এক স্মারকলিপিতে এ দাবি জানান তারা।

স্মারকলিপিতে প্রক্টর-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক

আচরণ ও নির্দিষ্ট একটি ছাত্র সংগঠনকে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রক্টরের বিরুদ্ধে নারীবিদ্বেষী মনোভাব, বিতর্কিত ভূমিকা, প্রকাশ্যে দলবাজিরও অভিযোগ তোলা হয়। ছাত্রদলের দাবি- সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এ দুজনকে নির্বাচনী কার্যক্রমের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

স্মারকলিপিতে চাকসু নির্বাচনে এমফিল ও পিএইচডিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি জানায় ছাত্রদল। তাদের অভিযোগ- দীর্ঘদিন পর চাকসু নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হলেও প্রশাসন এখনও তফসিল ঘোষণা করছে না। পাশাপাশি প্রকাশিত গঠনতন্ত্রে নানা অসঙ্গতি, অস্পষ্টতা ও বৈষম্যমূলক ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চবি ছাত্রদলের দাবি- গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে কেবল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের প্রার্থিতার সুযোগ রাখার দাবি জানানো হয়েছে। তারা বয়সসীমা ৩০ বছর প্রত্যাহার করে এমফিল ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বন্ধ করার আহ্বান জানায়। এ ছাড়া দপ্তর সম্পাদক ও সহ-দপ্তর সম্পাদক পদ নারী-পুরুষ সবার জন্য উন্মুক্ত করারও দাবি জানানো হয়।

বাগছাসের কমিটিতে ছাত্রলীগকর্মী

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৩২ সদস্যের নতুন এ কমিটিতে ছাত্রলীগের এক কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রবিবার রাতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার ও সদস্য সচিব জাহিদ আহসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এক বছরের জন্য এ কমিটি ঘোষণা করেন। এতে আহ্বায়ক হিসেবে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী মুনতাসির মাহমুদ ও সদস্য সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী আল-মাসনুন।

কমিটির যাকে নিয়ে সমালোচনা, তিনি হচ্ছেন- সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিবের পদ পাওয়া আশরাফ চৌধুরী। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী। তার বিরুদ্ধে পূর্বে ছাত্রলীগের উপগ্রুপ সিএফসির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ রয়েছে। গতকাল থেকে সামাজিক মাধ্যমে তার বেশকিছু স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়- আশরাফ সিলেট-১ সংসদীয় আসনে ছাত্রলীগের সমন্বয়ক টিমের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া চবি ছাত্রলীগের বিভিন্ন প্রোগ্রাম পালনসহ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে নেতাকর্মীদের সঙ্গে অংশ নিতে দেখা যায়।

তবে ছাত্রলীগ করার বিষয়টি অস্বীকার করে আশরাফ চৌধুরী বলেন, ৫ আগস্টের আগে যারা হলে থাকত, তাদের জোরপূর্বক ছাত্রলীগ করানো হতো। আমি তখন হলে ছিলাম, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাত্রলীগ করতে হয়েছে। তা ছাড়া হলে যাদের ফেসভ্যালু ছিল, তাদের মধ্যে অনেকের অজান্তেই গত নির্বাচনে সংসদীয় সমন্বয়ক কমিটিতে নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

চবি শাখা বাগছাসের সদস্য সচিব আল মাসনূন বলেন, আশরাফ গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রলীগ ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে আন্দোলন করেছে। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজাদারি অপরাধের অভিযোগও নেই।